

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় মন্ত্রণালয় পরিচিতি	০১-৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৪৭-৬৭
তৃতীয় অধ্যায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৬৮-৮২
চতুর্থ অধ্যায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৮৩-৮৪
পঞ্চম অধ্যায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৮৫-৮৬
ষষ্ঠ অধ্যায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮৭-৯২
সপ্তম অধ্যায় সেবা পরিদপ্তর	৯৩-৯৭
অষ্টম অধ্যায় ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিপি)	৯৮
নবম অধ্যায় যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টোমো)	৯৯-১০১
দশম অধ্যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১০২-১৫৪
একাদশ অধ্যায় রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি)	১৫৫-১৬০
দ্বাদশ অধ্যায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি)	১৬১-১৬৮
ত্রয়োদশ অধ্যায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জিএনএসপি ইউনিট	১৬৯-১৭২
চতুর্দশ অধ্যায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট	১৭৩-১৭৯
পঞ্চদশ অধ্যায় সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance)	১৮০-১৮২

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ভূমিকা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ একটি স্কিমের আওতায় ১৯৭৬ সালে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর পরিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঔষধ উৎপাদন, আমদানী-রপ্তানী, বিতরণ, বিক্রয়, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (মনিটরিং) ঔষধ প্রশাসনের কার্যাবলীর আওতাধীন। দেশে বর্তমান ৮২০টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রায় ১ লক্ষ ঔষধের দোকান/ফার্মেসী রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সিং রেজিস্ট্রেশন, পরিদর্শন ও মাঠ পর্যায়ে তদারকি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গত ১৭-০১-২০১০ তারিখে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে সংযুক্ত দপ্তর (Attached Department) হিসাবে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। অধিদপ্তরটি বর্তমানে ১০৫-১০৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকার একটি অতি পুরনো দালান ৩য় তলার একাংশে অবস্থিত। প্রয়োজনের তুলনায় এর পরিসর অত্যন্ত অপ্রতুল।

কর্মপরিধি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ঔষধের কাঁচামাল ও মোড়কপ্রব্যাদির আমদানী থেকে শুরু করে সকল ধরনের ঔষধ উৎপাদন, প্রস্তুতকৃত ঔষধের আমদানী-রপ্তানী, বিতরণ, বিক্রয় মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ ও মান-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করে থাকে এবং মান-নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঔষধের নমুনা সংগ্রহ ও ঔষধের কারখানা, তিপো ও খুচরা ঔষধের দোকান পরিদর্শনসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

১৯৮২ সালে জাতীয় ঔষধ নীতির প্রবর্তন এবং ঔষধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ জারি করার পর এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের পাশাপাশি শাস্ত্রীয় (ইউনানী, আয়ুর্বেদিক) ও হোমিওপ্যাথিক এবং বায়োকেমিক ঔষধের উৎপাদন, আমদানী, বিতরণ, বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ফলশ্রুতিতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মপরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তৎসঙ্গে ঔষধ প্রশাসনের কার্যধারায়ও অনেক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে।

বর্তমানে দেশে ২৫৮টি এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬০০০ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদন করে। এছাড়া দেশের ২৬৭টি ইউনানী ও ২০১টি আয়ুর্বেদিক এবং ৭৯টি হোমিওপ্যাথিক ও ১৭টি হার্বাল ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬০০ কোটি টাকার ঔষধ উৎপাদন করে থাকে। দেশে প্রায় ১ (এক) লক্ষ লাইসেন্সধারী ঔষধ বিক্রয়ের দোকান রয়েছে। এসব ঔষধ প্রস্তুতকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্বও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর পালন করে থাকে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ঔষধ রপ্তানীর যাবতীয় কাজ (জিএমপি সার্টিফিকেট ও ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট সিপিপি ফরম-১০ ইত্যাদি) প্রদান করে থাকে।

জনবল এবং কর্মবন্টন

ঔষধ প্রশাসনকে অধিদপ্তরে উন্নীত করার পূর্বের ২২০টি পদসহ ১০৫টি নতুন পদ (৫৫টি আউট সোর্সিং) সৃষ্টি করার অধিদপ্তরের বর্তমান মোট জনবল ৩৭০। বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শূন্য পদের তথ্যাদি নিম্নরূপ-

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
১ম	১১৮	২৭	৯১
২য়	২৫	০৭	১৮
৩য়	১১৫	৫৫	৬০
৪র্থ	১১২	৪০	৭২
	(৫৭+আউট সোর্সিং ৫৫)		
মোট	৩৭০	১২৯	২৪১

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ঢাকায় অবস্থিত হেড অফিস ও জেলা পর্যায়ের ৩৬টি অফিসসহ মোট ৩৭টি অফিস রয়েছে। ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩৬টি জেলায় অফিস স্থাপিত হলেও অন্য জেলাসমূহে জনবলের অভাবে অদ্যাবধি কোন অফিস

স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান অবকাঠামোতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান নিবাহী হলেন একজন মহাপরিচালক। তিনি সার্বিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ছাড়াও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

সারাদেশে হেড অফিস ও মাঠ পর্যায়ে মহাপরিচালকসহ মোট ৩৪ জন কর্মকর্তা এবং ৯৫জন বিভিন্ন ধাপের কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান ৩৬টি অফিসের সাথে ১২ জেলায় ১২টি নতুন অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে জনবল কাঠামো অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মন্ত্রণালয়ে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে, ঔষধ, কাঁচামাল/মোড়ক দ্রব্যাদি, প্রস্তুতকৃত ঔষধের আমদানী থেকে শুরু করে সকল প্রকার ঔষধের উৎপাদন, রপ্তানী, বিতরণ, বিক্রয়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ ও মান-নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঔষধের নমুনা সংগ্রহ ও মান-নিয়ন্ত্রণের ব্যবসায় ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রচলিত ঔষধ আইনের আওতায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর করে থাকে।

বাৎসরিক বরাদ্দ, রাজস্ব ও ব্যয় সংক্রান্ত

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ	আয়	ব্যয়
২০০৮-২০০৯	৩,৭৭,১৯,০০০/- টাকা	৭,১৫,০০,০০০/- টাকা	৩,৪৭,৩৪,০০০/- টাকা
২০০৯-২০১০	৪,১৮,০৫,০০০/- টাকা	৯,৮০,১৭,০০০/- টাকা	৩,৩৩,৭৫,০০০/- টাকা
২০১০-২০১১	৬,১৩,১১,০০০/- টাকা	৫,৪২,৭৫,০০০/- টাকা (ফেব্রু৪-১১)	১,৬৮,২৫,০০০/- টাকা

সাম্প্রতিক অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং- জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৩১/২০০২ (অংশ)/৪৮৭ তারিখ ১৭-০১-২০১০ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর সংযুক্ত দপ্তর (Attached Department) হিসেবে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়, যা ১৯-০১-২০১০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

Essential Drug List বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ Model List অনুসরণে হাল নাগাদ করা হয়েছে, যা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বারক নং-জনস্বাস্থ্য-১ শাখার প্রজ্ঞাপন নং-জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-১৩/২০০৬/১৮৭ তারিখ ০৮-০৪-২০০৮ এর মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অনুমোদন করেছেন যা পরবর্তীতে ২২-০৫-২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। ঔষধ শিল্পে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রবর্তিত জিএমপি পাইড লাইন অনুসরণের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক Inspection Check List মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়েছে। ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহারের (Rational Use of Drug) উদ্দেশ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোষ্টার ADR Form, Code of Pharmaceutical Marketing মুদ্রণ/পুনঃমুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে। ঔষধ শিল্পে কর্মরত অভিজ্ঞ ফার্মাসিট ও কেমিস্টদের জিএমপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এর আওতাধীন ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত করে তাকে আধুনিক ল্যাবরেটরিতে উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবরেটরিকে ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি (NCL) হিসাবে অভিহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করার নতুন জনবল সৃষ্টি এবং বিভিন্ন পদে নিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে ঔষধ সেটের দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধিসহ কাজে গতি সম্ভার হবে এবং দেশে মান সম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিপণন ব্যবসার উপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাবে। দেশে উৎপাদিত ঔষধের মান উন্নয়ন এবং ঔষধের গুণগত মান পরীক্ষণের ক্ষমতা ও সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ঔষধের রপ্তানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ঔষধ সেটরকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানী আয়ের সেটরে পরিণত করা সম্ভবপর হবে।

সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় WHO এর তত্ত্বাবধানে DTL ও NCL কে আধুনিক ল্যাবে পরিণত করা হবে।